সংবাদ

তারিখ 2 8 APR 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

সাবেক ছাত্র নেতাদের মন্তব্য

জোর করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা যাবে না

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সাবেক ছাত্রনেতারা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ছাত্র রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্মরণ করে বলেছেন, এ দেশে জোর করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা যাবে না। তবে ছাত্র রাজনীতিতে যদি কোন কলুষতা থাকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার সংস্কার করা যেতে পারে। তারা বলেন, যদি কেউ জোর করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে চায় তবে বুঝতে হবে তার পেছনে স্বৈরাচারী মনোভাব রয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এটিএম শামসুল হুদার ছাত্র রাজনীতি বিষয়ে এক বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সাবেক ছাত্রনেতারা এ কথা বলেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার গত বৃহস্পতিবার এনইসি মিলনায়তনে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংস্কার সংলাপে সমাপনী বক্তৃতায় বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন কমিশনের বাকি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

বাকি : করা যাবেনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মাধ্যমে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে চায়। কমিশনকে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বিধিমালায় এ সংক্রান্ত বিধান রাখার জন্য বলা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনও এ বিষয়ে পরবর্তী করণীয় নিয়ে ভাবছে।

তোফায়েল আহমেদ : সাবেক ছাত্রনেতা ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য তোফায়েল আহমেদ বলেন, '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে এদেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন, সংগ্রামে ছাত্র রাজনীতির ভূমিকা ছিল অপরিসীম। দেশের মৌলিক পরিবর্তনে তারা ভূমিকা রেখেছে। এখনকার প্রেক্ষাপটে জোর করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা যাবে না। এতে করে সারাদেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। দেশের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে যা বর্তমান সরকারের জন্য মঙ্গলজনক হবে না। তিনি তার সময়কার ছাত্র রাজনীতির কথা স্মৃতিচারণ করে বলেন, এক সময়ে ছাত্র রাজনীতি ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগী সংগঠন, এখন তা অঙ্গ সংগঠনে পরিণত হয়েছে। এখন আমাদের ভেবে দেখতে হবে ছাত্র রাজনীতিতে যদি কলুষতা থেকে থাকে সেটা মুক্ত করা যায় কি না।

রাশেদ খান মেনন : বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেন, এদেশে ছাত্র রাজনীতির একটি গৌরবজনক অধ্যায় রয়েছে তাই আইন করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া যাবে না, এটা সম্ভবও না। বরং ছাত্র রাজনীতিতে সাম্প্রতিককালে যে দূষণ ছড়িয়েছে সে দূষণ থেকে ছাত্র রাজনীতিকে মুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সংস্কার কার্যক্রম চালাতে হবে। জোর করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে চাইলে তা সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাবকেই প্রকাশ করবে।

হাসানুল হক ইনু : জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু বলেন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে লাভ হবে না। কারণ মাথাব্যথা থাকলে কেউ যদি মাথাটাই কেটে ফেলে তা হবে বোকামী। পৃথিবীর কোন দেশেই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ নেই। বাংলাদেশে কেন তা বন্ধ করার চিন্তা-ভাবনা আসবে? তিনি বলেন, দেশ সুন্দর করার জন্য যেখানে সবমহলের অংশগ্রহণ জরুরি হয়ে পড়েছে সেখানে কোন মহল বা জনগোষ্ঠীকে বাদ দেয়ার চিন্তা সুস্থতার লক্ষণ নয়। তবে ছাত্র রাজনীতিতে কোন খারাপ কিছু থাকলে তা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে দূর করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

নূরুল ইসলাম : গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতি নূরুল ইসলাম 'সংবাদ'কে বলেন, আদর্শহীন রাজনৈতিক দলের লেজুরভিত্তিক ছাত্র সংগঠনগুলোর কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া যেতে পারে, তবে ঢালাওভাবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা উচিত হবে না। তিনি বলেন, এ কথা ঠিক যে বর্তমান ছাত্র রাজনীতি ও আমাদের সময়ের ছাত্র রাজনীতির মধ্যে আদর্শহীনতার পার্থক্য রয়েছে। কিছু কিছু রাজনৈতিক দলের আদর্শহীনতার প্রভাব পড়েছে তাদের অঙ্গ সংগঠনগুলোর মধ্যে। তবে এখনও আদর্শবাদী ছাত্র সংগঠন রয়েছে এবং তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দেশের স্বার্থেই পরিচালিত হয়। কাজেই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার চিন্তা না করে একে আরও কার্যকর কীভাবে করা যায় এবং দেশের কল্যাণে ব্যবহার করা যায় তা খুঁজে বের করতে হবে।